প্রচেষ্টায় এবং স্ব-স্ব ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতগণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো পুনঃগঠিত হয়েছে, যেগুলো বর্তমানে বেশ সুন্দর এবং নিয়মিতি পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় ফাদার মোশী, সিএসসি - এর উদ্যোগে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সোনাপুর ক্যাথলিক ধর্মপল্লীতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় ফাদার মোশী, সিএসসি - এর উদ্যোগে এবং স্বর্গীয় সিলভেষ্টার গোনসালভেছ-এর সহায়তায় "নোয়াখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড" নামে একটি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। এই ক্রেডিট ইউনিয়নটি সরকারের সমবায় বিভাগ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে, যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর হলো- ৪৯, তারিখ ঃ ০৩/১২/১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ। উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নটি ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে জাতীয় সমবায় পুরুস্কার লাভ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নানাবিধ কারণে ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রেডিট ইউনিয়নটির কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তবে ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে সোনাপুর ধর্মপল্লীর তৎকালীন পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার গর্ডেন ডায়েস ও শ্রদ্ধেয় সিষ্টার মার্গারেট শীল্ড, সিএসসি-এর অনুপ্রেরণায় এবং ঢাকায় অবস্থিত নোয়াখালী প্রবাসী সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর কর্মকর্তা মিঃ রুবেন গোনসালভেছ ও মিঃ মাইকেল গোনসালভেছ-এর সহায়তায় ক্রেডিট ইউনিয়নটির কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়, যেটি বর্তমানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের তদানীন্তন বিশপ রেমন্ড লারোস, সিএসসি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ফাদার হেনরী পল ওবে, সিএসসি এবং ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি-কে কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটিতে পাঠিয়ে ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে ফাদারদ্বয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর ফাদার হেনরী পল ওবে, সিএসসি, ৬ই মে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল প্যারিশে বসবাসরত সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের নিয়ে দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ থ্রিফ্‌ট এন্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড গঠন করেন। এই ক্রেডিট ইউনিয়নটি সরকারের সমবায় বিভাগ থেকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে, যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর হলো- ০৬/১৯৫৭, তারিখ ঃ ২০/০৩/১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। উল্লেখ্য যে, নেতৃত্বের সংকট এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বেশ কিছু বছর ক্রেডিট ইউনিয়নটির কার্যক্রম ধীর গতিতে চলমান ছিল। একটানা প্রায় ১৭ বছর ধীর গতিতে চলার পর ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে কালব-এর তৎকালীন শিক্ষা কর্মকর্তা মিঃ মিলন আই, গমেজের প্রচেষ্টায় এবং স্বর্গীয় যোসেফ ম্যাথায়েস, মিঃ এ্যারল রবার্টসন ও মিঃ এলড্রিক বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পুনরায় কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দি খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ থ্রিফ্‌ট এন্ড ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডটি সুন্দরমত পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন বরিশাল অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি-এর উদ্যোগে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী যেমন- গৌরনদী, নারিকেলবাড়ী এবং পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারিত করতে স্বর্গীয় ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি-কে বরিশাল অঞ্চলের যে সকল মহৎ ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার, স্বর্গীয় যেরোম মধু, স্বর্গীয় টমাস গোমেজ, স্বর্গীয় লাল জন গোমেজ- এর নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হলেও বিভিন্ন কারণে তখন তা সাফল্যের মুখ দেখেনি। তবে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের তদানীন্তন বিশপ রেমন্ড লারোস, সিএসসি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ফাদার হেনরী পল ওবে, সিএসসি এবং ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি-কে কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটিতে পাঠিয়ে ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটি হতে ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন